আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর যাত্রা শুরু ১৯৮৬ সালে যখন স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হতে চলেছে। মানুষের বাকস্বাধীনতা রুদ্ধ বলে অন্য অধিকারগুলো দাবি করাও তখন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারপ্রাপ্তির উপায় সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই থেকে যায়। সমাজে স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ আদায় করে নেওয়ার জন্য সবকিছুর ওপর 'চাটুকারিতাই' হয়ে ওঠে মূল অস্ত্র। যথারীতি গণমাধ্যম ও জনগণের আন্দোলনের ওপর নেমে আসে কঠিন আক্রমণ। এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দ্বিধা করেনি আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। তার কিছু নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় আমাদের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিগুলোর মধ্যে। দুর্ভাগ্যবশত ২০০০ সালের পূর্বে যে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি কাগজে পাঠানো হয়েছে, তা সংরক্ষিত নেই। এ সংকলনে স্থান পেয়েছে ২০০০-২০০৯ সময়কালের বাছাইকৃত কয়েক শ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এবং তাতে মানবাধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পেয়েছে।

২০০০ সালের শুরুতেই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে পুলিশ বাহিনীকে নিয়োগ করার পাঁয়তারা লক্ষ্য করা যায়। সে সময় থেকেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিপীড়নমূলক কাজে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে আসক প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। যখন জননিরাপত্তার নামে ছিনতাইকারীকে দেখামাত্র প্রয়োজনে গুলি করে মারাকে ন্যায্যতা দেয়ার পক্ষে আইনি উদ্যোগ নেয়া হয়, আসক তৎক্ষণাৎ এর বিরোধিতা করে। বস্তিবাসী, কারখানা শ্রমিক, কৃষিজীবী, অভিবাসীদের অধিকার হরণ করার যে কোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কথা বলতে কখনো দ্বিধা করেনি আসক। নারী নির্যাতনবিরোধী ও নারীর অধিকার রক্ষার ভূমিকায় আসক সোচ্চার থেকেছে শুরু থেকেই। এছাড়াও নানাভাবে যে কোনো সময় যে কোনো আমলে সংখ্যালঘু অথবা আদিবাসীদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে, আসক তার প্রতিবাদ করেছে, পাশে দাঁড়িয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদের। দৃঢ়কণ্ঠে সাংবাদিক নির্যাতনের সমালোচনা করেছে, সাবধান করে দেয়ার চেষ্টা করেছে শিক্ষক হয়রানির বিরুদ্ধেও, সতর্কবাণী ও তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধির বিষয়ে। আসক-এর কলম থেমে থাকেনি পিলখানা বিদ্রোহ এবং তৎপরবর্তী বিডিআর জওয়ানদের হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানাতে। যখনই যেখানে মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঘটেছে, আসক চেষ্টা করেছে সরকার ও সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার প্রতিকারের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে। এমন সব সংবাদ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে এবারের আসকের প্রকাশনা *সম্পাদক সমীপেষু*।

২০০০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে যেসব ইস্যুতে মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঘটেছে, তার একটা খতিয়ান পাঠক পাবেন এ গ্রন্থ থেকে। এ দীর্ঘ সময়ে ক্ষমতায় আসীন ছিল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকার, সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। মানবাধিকার সংরক্ষণ ও লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিটি সরকারের ঝোঁক বা প্রবণতাগুলো গ্রন্থভুক্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে কিছুটা হলেও শনাক্ত করা সম্ভব হবে, যা এ ব্যাপারে আগ্রহী গবেষকদের মূল্যবান খোরাক হতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে এ প্রকাশনা সহায়ক হবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিবেকমান মানুষকে যদি এ বইটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সক্রিয় সমর্থন দিতে এবং যথাযথ ভূমিকা রাখতে বিন্দুমাত্র উদ্বুদ্ধ করে, আমরা মনে করব আমাদের এ প্রয়াস সফল হয়েছে।